R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৩-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

গ্রামসেবকের বিরুদ্ধে বন্যাত্রাণে কারসাজির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লক কমিটির বামফ্রন্ট সদস্য ও আর এস পি দলের সামসেরগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক নন্দলাল সরকার মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের কাছে সামসেরগঞ্জ ব্লকের একজন গ্রামসেবকের বিরুদ্ধে বন্যাত্রাণে কারসাজির অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি বলেছেন, ব্লক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতাপগঞ্জ অঞ্চলের পারলালপুর গ্রামের জন্য ত্রাণের দায়িত্ব পেয়ে তিনি ক্ষয়রাতি সাহায্যের একটি তালিকা তৈরী করেন। জি আর বিলির সময় দেখা যায় ব্লক কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করে শিবকিঙ্কর সরকার নামে ব্লকের একজন গ্রামসেবক তার মনের মত একটি তালিকা তৈরী করে ইউনিট বেশী দেখিয়ে স্বাক্ষরবিহীন কিছু টোকেন ছাড়েন। দলের সদস্যরা ওই রকম চল্লিশটি টোকেন আটক করেছেন। এ ছাড়াও ২০৪, ২০৫, ২০৬, ৮৪, ১২০, ১৩০, ২০০, ১৮৯, ১৯০, ১৮৮, ১৮৭, ১১৯, ৭৩ ও ১৯৯ টোকেনে বেশী লোক দেখিয়ে বাড়তি সাহায্য আত্মসাতের চেষ্টা করা হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে। নন্দলালবাবুর এই অভিযোগের ভিত্তিতে দফায় দফায় ব্লক কমিটির বৈঠক বসে এবং জেলা ভিজিলেন্সের ওপর তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ভিজিলেন্স ২১টি টোকেনসহ কিছু কাগজপত্র আটক করেছে বলে নন্দলালবাবু জানিয়েছেন। এদিকে রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলে বন্যাত্রাণে কারচুপির যে অভিযোগ জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে তদন্ত হয়েছে এবং তদন্তে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলে-নিরাপত্তা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ

ধ্রুব চৌধুরী : ফরাক্কা বাঁধ নিরাপত্তার বিধি-নিষেধকে ভেঙেচুরে ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকার জেলেরা কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীসহ ব্যারাজ কর্তৃপক্ষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে তো ফেলেছেই, একেবারে যাকে বলে ল্যাজে-গোবরে করেও ছেড়ে দিয়েছে। রহস্য করে লেখা নয় এটি। বাস্তবিকই যে কোন দায়িত্বশীল নাগরিকেরই চিন্তার কথা।

সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নিষিদ্ধ এলাকা এক কিমি থেকে কমিয়ে পাঁচশো মিটার করা হয়েছিল। কিন্তু আর-এস-পি পরিচালিত দেয়ালের লিখন থেকে জানা যায় যে, তারা সে বিধি মানছে না, মানবে না। আর তার অপারেশন হাতে হাতে।

নূতন নিষিদ্ধ কানুনের বলে ধরা পড়তে লাগলো জাল, জেলে, নৌকা—গণ্ডার গণ্ডা। চূড়ান্ত মোকাবিলা সম্ভবতঃ ২১ নভেম্বর। টহলদারী মোটর-লঞ্চকে অগুন্তি নৌকা ঘিরে নিয়ে শুধু লোষ্ট্র নিক্ষেপের দৌলতেই মাঝ দরিয়াই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'পহেলা পটকান চুতার পর হাত'

ফরাক্কা, ২৪ নভেম্বর—'পহেলা পটকান্ চুতার পর হাত' ব্যাপারটি ঘটে গেল গত ১৬ নভেম্বর এখানে। ফরাক্কায় প্রস্তাবিত বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জমির দখল নয়াশুরু করার দিন ছিল ঐ দিন। আর ঐ দিনই শুভারম্ভ হবার কথা। জাফরগঞ্জ মৌজার একশো চোদ্দ বিঘে জমির দখল ছেড়ে দেবার জন্য শতাধিক জমির মালিককে নোটিশ দেয়া হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা সমাহর্তা অশোক গুপ্তের তরফ থেকে। বলা হয়েছিল নোটিশে কানুনগোর উপস্থিত হবার কথা দখল নেবার জন্য। জমির মালিক সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কানুনগো অনুপস্থিত। কেন, কোথায় কি ঘটলো অদ্যাবধি অজানা। তবে জমির মালিকরা বিশেষ কারণ দেখিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন এবং হাই কোরটে মামলা রুজু করার শলাপরামর্শ চলছে বলে খবর।

জনবিচ্ছিন্ন দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ নভেম্বর—কয়েক মাস আগেও যে দপ্তরটি সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলত, নতুন অফিসারের আগমনে সেই জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ (বর্তমান নাম তথ্য ও সংস্কৃতি) অফিসটি গত জুলাই মাস থেকে জনবিচ্ছিন্ন দপ্তরে পরিণত হয়েছে। ফলে সরকারী উন্নয়ন ও কর্মসূচী রূপায়ণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরকারীভাবে মহকুমার জনসাধারণ জানতে পারছেন না। বরং সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আগে এই দপ্তর থেকে সরকারী পর্যায়ে মহকুমার উন্নয়ন ও গঠনমূলক কার্যকলাপের খবর মহকুমার সাংবাদিকদের সরবরাহ করা হোত এবং সরকারী আমলা ও মন্ত্রীদের আগমনবার্তা পৌঁছে দেওয়া হোত। সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হোত। ফলে সংশ্লিষ্ট খবরাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশ পেত এবং আকাশবাণীতে প্রচারিত হোত। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ দপ্তরটির সমস্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাস্তার রাহুমুক্তি

সাগরদীঘি, ২৯ নভেম্বর—সাগরদীঘি বাজারের পাকা সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। পথচারী বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষকদের বর্ষার সময় ভীষণ অসুবিধা করে পথ চলতে হত। কোনরকম যানবাহন চলাচলের উপায় ছিল না। রাহুগ্রস্ত রাস্তাটি জনসাধারণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সরকারী সাহায্যের আশায় আর বসে না থেকে এবার স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকার তহবিল গড়ে তোলেন। এখন সেই টাকা রাস্তাটি সংস্কারের কাজে খরচ করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এতদিনে সরকারী সাহায্যের আশাও নাকি উজ্জ্বল হয়েছে। জনসাধারণ আশা করছেন, এবার হয়তো রাস্তাটির রাহুমুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পুরসভার দুরবস্থা

ধুলিয়ান, ২৯শে নভেম্বর—ইদানীং ধুলিয়ান পুরসভার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। লালপুর রোডে ট্যাপ ও বাড়ীর নোংরা জল এসে রাস্তায় জমে কৃত্রিম পুকুর সৃষ্টি করেছে। সি জি প্যাটেল মোড়ে পাইপ ফুটো হয়ে ঝরনার মত জল বেরিয়ে এসে রাস্তাকে কর্দমাক্ত করছে এবং বিধান সরণী মোড়ে (টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ড) নর্দমার জল উঠে দুর্গন্ধে চারদিক মাতিয়ে তুলেছে। জৈন কলোনী ও বিধান সরণীর মোড়ের স্ল্যাফ ভেঙেছে দীর্ঘদিন আগে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা সারানো হয়নি। জৈন কলোনী মোড়ের স্ল্যাফ ভেঙে যাওয়ায় বাস ব্যাক করতে এবং রাত্রে পথচারীদের পথ চলতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অনেকে পড়ে গিয়ে আঘাত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

নিয়মিত লোডশেডিং

সন্ধ্যাবেলাটা নিশ্চিতভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় কাজের সময়। দিন ফুরাইলে কাজ শেষ হয় গ্রামঘরে। সেখানে ঘরে ঘরে জলিয়া ওঠে কেরাসিনের বাতি। নিভৃত পল্লীর বুকে নামিয়া আসে নিশুতি রাত্রির ঘন অন্ধকার। পল্লী-গ্রামের এই যে জীবন এবং জীবনধারা —তাহাতে না আছে ব্যস্ততা, না আছে কর্মের ও কর্মশালার জটিল সমস্যা। তাই বলিয়া গ্রামগুলি যে সমস্যামুক্ত এমন নহে। বিশেষ করিয়া কেরাসিন সমস্যা বড়ই ভয়াবহ। যে সকল গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছাইয়াছে, তাহাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। আর শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় নিত্যসঙ্গী নিয়মিত লোডশেডিং।

নিত্য লোডশেডিং-এর টানাপোড়েনে শহরগুলি আজ ধুঁকিতেছে। কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা নিজ্য লক্ষ্মী বিদ্যুতের আচমকা অন্তর্ধানে ভিরমি খাইয়া পড়িতেছে। একই অবস্থায় হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে শায়িত রোগীর অবস্থা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। অথচ এই আলোই আবার দ্যুতি ছড়ায়; কিন্তু তাহার লুকোচুরি খেলায় কত যে ক্ষতি হইয়া যায়—পরিসংখ্যানের খতিয়ানে খতাইয়া না দেখিয়া মানবিক দিকটি বিচার করিয়া বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি কেহ করেন না।

আসন্ন পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সময়ে শিরে সংক্রান্তি লইয়া ছাত্রসমাজ নক্তন্তন পরীক্ষা প্রস্তুতিকালে লোডশেডিং-এর মুহুর্মুহুঃ আঁধার যন্ত্রনায় কাতরাইয়া পড়িতেছে। শুনা যাইতেছে, পরীক্ষার মরশুমে লোডশেডিং নাকি কমানো হইবে। এই স্তোতবাক্য হয় ত বস্তাপচা বহু নিস্ফল স্তোত্রের একটি। তাহা না হইলে এখনও কেন লোডশেডিং অব্যাহত আছে?

সময়ে অসময়ে লোডশেডিং মানুষের জীবন এবং জীবিকায় এক নিত্যকার বিড়ম্বনা। ইহার কাল কবন্ধটির কব্জা হইতে কবে এই দেশের মানুষ নিষ্কৃতি পাইবে? অথবা নিয়মিত লোডশেডিং পর্বটিকে কি নির্দিষ্ট সময় সীমায় বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষাসংসদের খামখেয়ালি

মাধ্যমিক পাস করে এগার ক্লাসে ভর্তি হয়ে সিলেবাস ও বইপত্রের জন্য যে নৈরাশ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, এবারেও উচ্চ-মাধ্যমিকের কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে ডিগ্রী কোর্সের উন্মুক্ত আঙিনায় গিয়ে দেখি, এখানেও আমাদের জন্য কারুর তেমন মাথাব্যথা নেই। সেসন শুরু জুন থেকে—দীর্ঘ ছ'মাস পর পূজো অবকাশের শেষে প্রথম কলেজ গিয়ে শুনি—'সিলেবাস আসেনি, বই বেরোয় নি, ক্লাস হবে কোথাক, পরে খোঁজ নিও।' 'পরে' বলতে কোন সুনিশ্চিত সময়ের ইঙ্গিত নেই। ১০+২+৩ শিক্ষা নক্ষত্রের প্রথম সারির যোদ্ধা বলেই কি ঝক্কি-ঝামেলার যত গোলাবারুদ আমাদের গায়েই এসে লাগছে? পথ পরিষ্কার করে, যত অনিশ্চয়তা আর হতাশার ঝোপঝাড় কেটে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, অথচ আমাদের পরবর্তী সারিতে যারা আছে, তারা দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের পেছনে পেছনে চলে আসতে পারছে। প্রতিটি শিক্ষাস্তরে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র প্রস্তুতি না নিয়ে অকারণ কিছু ছেলেকে শিক্ষাসংসদের খামখেয়ালীপনার বলি হতে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। —সাধন দাস, জঙ্গিপুর কলেজ।

পৌরসভার বুক গ্রাণ্ট

জঙ্গিপুর পৌরপতি এবং কমিশনারগণের নিকট আমার আবেদন, প্রতি বৎসর পৌরভবন থেকে বইয়ের জন্য সাহায্য হিসেবে কিছু টাকা রঘু-খিগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরের ৮ থেকে ১০টি গ্রন্থাগার পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ বৎসর বুক গ্রাণ্ট আমরা পাইলাম না। পৌরপতি এবং কমিশনারগণকে গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বহুবার অবহিত করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমরা কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাইনি। তাঁহারা 'দিব-দিচ্ছি' করিয়াই চলিতেছেন। তাঁহাদের এক কথা 'বই দিবার মতো টাকা ফাণ্ডে নাই।' কিন্তু তাঁহারা কি একবার চিন্তা করিয়াছেন যে, এই সমস্ত গ্রন্থাগার কেমন করিয়া চলিতে পারে? প্রতি বৎসর যে সমস্ত গ্রন্থাগার উক্ত সাহায্যের জন্য উদগ্রীব থাকে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত না করিয়া গ্রন্থাগার সদস্যগণকে নিরুৎসাহিত না করিয়া, তাঁহারা যদি প্রতি বৎসর ঠিক মতো বুক গ্রাণ্ট দিবার ব্যবস্থা করেন, তবে গ্রন্থাগারগুলি কোনরকমে টিকিয়া থাকিতে পারিবে। কারণ এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি ঐ সাহায্য ছাড়া অন্য কোন সাহায্য পায় না। এ বৎসর যাহাতে আমরা বুক গ্রাণ্ট হইতে বঞ্চিত না হই, তাহার জন্য পৌরসভার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলাম। —শিশিরকুমার দাস, গ্রন্থাগারিক, জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী

১৯৭৮-এ বানভাসি জঙ্গিপুরের জিজ্ঞাসা

বিমান হাজরা

জঙ্গিপুরের বুকে ১৯৭৮-এর বন্যার তাণ্ডব শেষ হয়েছে। কিন্তু তার ক্ষত এখনও শুকায়নি। সরকারী তথ্যে প্রথম দফার বন্যায় মহকুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬ কোটি টাকা। মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষ। বহু বাড়ী ঘর ধসেছে। বিস্তর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসেব জানার পথ রুদ্ধ। বন্যা আজ মুর্শিদাবাদের মানুষের সর্বনাশা সঙ্গী।

এই প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয় ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে। সমগ্র পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে রাজ্যের সেচ বিভাগ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তিনটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠান। প্রকল্প তিনটি ছিল :—

১) শীত ও বর্ষাকালে ভাগীরথীর জল নিয়ন্ত্রণে পাগলা ও বাঁশলৈ—এই দুই পাহাড়ী নদী জঙ্গিপুরের কাছে যেখানে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে সেই সঙ্গমস্থলে দু'কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি স্লুইস গেট নির্মাণ।

২) জঙ্গিপুরের সুতি ব্লকের বিভিন্ন জায়গার ওপর দিয়ে আট মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করে অতিরিক্ত জলকে ফরাক্কার কাছে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ফেলা। এর জন্য ব্যয় ধরা হয় চার কোটি টাকা। সুখের বিষয়, প্রকল্পটি মঞ্জুর হয়েছে।

৩) দীর্ঘ খাল কেটে অতিরিক্ত জলকে কান্দী মহকুমার কল্যাণপুরের কাছে বাবলা নদীতে এবং সেখান থেকে ভাগীরথীতে নিয়ে যাওয়া। এই তিনটি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রকল্প রূপায়ণ ত্বরান্বিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করেন। বন্যা দপ্তরের প্রীতম সিং নিজে আর একটি বিকল্প স্কীম তৈরী করেন। কিন্তু এর কোনটিই এ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। বন্যার জন্য গঙ্গাভাঙনও অনেক অংশে দায়ী।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কে এল রাও-এর অনুরোধে গঙ্গার ভূমিক্ষয় রোধে রাজ্যের সেচ দপ্তর ৬৩ কোটি টাকার একটি ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প তৈরী করেন। এখন ঐ ৬৩ কোটি টাকার ব্যয় ১৪২ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। ছ'বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহানার পর ভাঙন রোধ প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কেন্দ্র বলছেন ১৪২ কোটি টাকা তাদের পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়। রাজ্যের বক্তব্য, দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। খেসারৎ দিচ্ছেন জেলার মানুষ। ১৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সার্থকতা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে।

বিশ বছর ধরে ভাঙন আর বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রায় দুশো কোটি টাকার। অথচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে বর্তমানে খরচ হবে আড়াই'শো কোটি টাকার মতন। আগে করা হোলে, খরচ অনেক কমে গিয়ে, ১১৩ কোটি টাকায় হয়ে যেত। জঙ্গিপুরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত।

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ বছর বন্যার এত ব্যাপকতার জন্য সরকারের কিছু স্বার্থান্বেষী আমলার স্বার্থপরতা এবং কর্ণধারদের ঢিলেমি অনেকাংশেই দায়ী। রাজ্য সরকারও এর দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

জঙ্গিপুর ব্যারেজের লক ক্যানেল তৈরী হওয়া সত্ত্বেও এতদিন লকগেট তৈরী করা হয়নি। যার ফলে সেই ক্যানেল দিয়ে ভাগীরথীর জল ইচ্ছে মত ঢুকে ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। সংশ্লিষ্ট বহু এলাকায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ্যাফ্লেকস

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নবান্ন ও জীবনানন্দ

'মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে
সুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।'

কবি জীবনানন্দের এই বার্তা নিয়েই এগিয়ে যাই বাংলার নবান্ন উৎসবের আঙ্গিনায়। নবান্ন মানে নতুন চালের অন্ন; বাধা দিয়ে কেউ বা আবার বলেন ন-রকমের ব্যাঞ্জন। ব্যাঞ্জন, ব্যঞ্জন কথার অপভ্রংশ। নতুন চালের ভাতের সঙ্গে নয় রকমের ব্যঞ্জন উৎসর্গ করে দান করতে হবে নয় জায়গায়। পৃথিবীর সব দেশেই নতুন ফসল ওঠার সময় উৎসবের প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও তাই। ফসল কাটার আগের মুহূর্ত্তে আমাদের বাংলার কবি জীবনানন্দের চোখে ফুটে উঠেছে এক রূপ—

'চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা
পড়িতেছে শিশিরের জল।'
(অবসরের গান)

তারপর নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি পরে ফসল ঘরে যায়। কবির কলম তৃপ্তি লাভ করে এক চিত্রকল্প সৃষ্টি করে—

'প্রথম ফসল গেছে ঘরে
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশ পাতা-মরা ঘাস-আকাশের তারা।'
(পেঁচা)

নবান্নের উৎসবের আঙ্গিনায় কবির ডাককে কি উপেক্ষা করা যায়—

'পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে
রূপশালি—
ধানভরা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ'
(অবসরের গান)

এমনি করে কবির প্রাণে আমরা নবান্ন উৎসবের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি একাত্ম হয়ে। নবান্নের উৎসবের ন'জায়গায় দানের মধ্যে পাখীকেও দান করা হয়। এর মধ্যে প্রথমেই এসে ভীড় করে কাক। তাই হয়তো কবি আবার এই বাংলার বুকে ফিরে আসতে চান—

'হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই
কার্তিকের নবান্নের দেশে'

কিন্তু কবি এই সময় হয়তো কোথাও ঘুরতে ঘুরতে থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছেন—

'বউ উঠোনে নেই—পড়ে আছে
একখানা ঢেঁকি,
ধান কে কুটিবে বল—কতোদিন
সেতো আর কোটে নাকো ধান।'

রূপসী বাংলার কবি পথ চলতে চলতে কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রধান উৎসব নবান্নের মুখে বার বার চুমু খেয়ে, কবিতার নির্লিপ্ত সহবাসে মেতেছেন—

'কোথায় গিয়েছে সব? অসংখ্য
কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে
আজ বুকে যেন কিসের আঘাত!'
(রূপসী বাংলা)

এমনি করে আগামী দিনের নবান্নের কামনা করে শেষ হবে আজকের নবান্ন। কবির 'কার্তিকের মাঠ'-এ ক্ষণেক দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মত উচ্চারণ করি কবির কথা—

'তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের
গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জানো—এ পৃথিবী আজ
জানে তা কি!' —নুরুল হক

জঙ্গিপুরের জিজ্ঞাসা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

বাঁধে ৯ জায়গায় বিস্তর ফাঁক রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফাঁকগুলি দিয়ে গঙ্গা-পদ্মার জল হু হু করে ঢুকে ভাসিয়ে দিয়েছে বহু জনপদ। অথচ এ্যাফ্লেকস বাঁধ সম্পূর্ণ হোলে ঐ সব এলাকা প্লাবিত হোত না কোন মতেই।

একজন সহকারী বাস্তুকার বলেছেন, এ্যাফ্লেকস বাঁধ সম্পূর্ণ করতে না পারার কারণ বহু লোক তাঁদের জমি দিতে চাননি। জমি সংগ্রহে বাধা পড়েছে। জেলা প্রশাসন বা সরকার ইচ্ছে করলে বৃহত্তর স্বার্থে জমির দখল নিতে পারতেন। ক্ষতিপূরণের টাকাও তাদের দেওয়া যেত কিন্তু কিছুই করা হয়নি।

এইভাবে প্রাকৃতিক রোষ মহকুমার বুকে প্রতিবছর হানা দিচ্ছে আমাদেরই ব্যর্থতায়। ইচ্ছে করলে যা রোধ করা সম্ভব তা আমরা করছি না। উল্টে গেল গেল রব তুলছি। নির্বাচনের মুখে শ্লোগান তুলে, বনধ ডেকে কংগ্রেস দল এই সমস্যাকে রাজনৈতিক মূলধন করেছিল। জনতা দলও প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছেন। ভাঙন আর বন্যার পাপ প্রতিবছর জেলার অর্থ-নৈতিক ভিতকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আজ দিশেহারা। তাদের রাত দিনের এক চিন্তা—এই বিভীষিকা থেকে বাঁচার রাস্তা কোথায়?

তুমি কোন্ কাননের ফুল

বিদায় লগ্নটি তাঁর কাছে কিরূপে ধরা দিয়েছিল জানি না। জানি না সেখানে ছিল কি না বিজেতার অনাবিল আনন্দ বা বিজিতের সব হারানোর ব্যথা। আপাত দেখায় দেখেছি শুধু পড়শী বন্ধুর চোখে আকুল বন্যা। পরিজনদের বোবা মুখে প্রবল কষ্টের রেখাকুঞ্চন। অসহায় সহস্র লোচন।

সব সময়ের জন্যই 'সে' ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়ের সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছিল জীবনের পথে পথে। অন্নপূর্ণা ধরেনি হাতে হাত। পবন দেয়নি ক্ষণে মলয়ের স্নিগ্ধতা। অবসর দেয়নি কিছু বিশ্রামের আরাম। তবুও হৃদয়পদ্মের প্রভাবে সংগ্রাম কণ্টক তাঁকে দিয়েছিল কুসুমের পরশ।

লাল হলুদ কিছু মরশুমী ফুল, ধূপের গন্ধ, শববাহী যাত্রীদের প্রাসঙ্গিক নিস্তব্ধতা প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে ঘোষণা করল 'রঘুদা'র মৃত্যু নেই।'

সেদিন সকাল থেকে স্মৃতির মণিকোঠা ছুঁয়ে ছুঁয়ে শোকসঙ্গীত ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে খেলার মাঠে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিশ্বকর্মার আরাধনায় আর জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে—বাংলার নয়া কলোনীতে।

সেদিন ছিল অঘ্রাণের অষ্টম দিবস।

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের রঘুনাথ দাস ছিলেন সবার প্রিয়। জীবিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের মোটর চালক, তাঁর সামাজিক জীবনে শিক্ষণীয় বিনয়ের অধিকারী ছিলেন। সামাজিক, অর্থ-নৈতিক কোন প্রতিকূলতাই তাঁর ঐ অধিকারকে ম্লান করতে পারেনি। তাঁর অকালমৃত্যুতে রঘুনাথগঞ্জের মানুষ শোকাভিভূত। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। —তাপস রায়

ফরওয়ারড ব্লকের বিবৃতি

সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত রায় এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, 'পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে পার্টির রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে ইতিপূর্বে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, সেই বিবৃতিতে অসাবধানতাবশতঃ হরিরঞ্জন তেওয়ারীর নাম স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে জানাতে চাই যে, হরিরঞ্জন তেওয়ারীর সঙ্গে আমাদের পার্টির কোনরূপ সাংগঠনিক যোগাযোগ নাই।'

ক্লাব থেকে বহিষ্কার

রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবের সম্পাদক প্রবোধকুমার দাস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মৃণালকান্তি বিশ্বাস ও দীপককুমার ঘোষালকে ক্লাবের ৫ নং ধারানুসারে ক্লাব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

স্কুটার বিক্রী

চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। —অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং, রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—কলকাতা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

বচসা থেকে খুন

ফরাক্কা, ২৬ নভেম্বর—এখানকার জিগরী গ্রামে গতকাল শালা-ভগ্নীপতির বচসা থেকে দু'দলের সংঘর্ষে একজন অস্ত্রাঘাতে মারা যায়। চারজন আহত হয়ে হাসপাতালে, একজনের অবস্থা ভাল নয় বলে জানা গেছে।

শোক সংবাদ

মিরজাপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার ২৫ নভেম্বর সকালে জিয়াগঞ্জের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা, দুই পুত্র ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মিরজাপুর গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এবং মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়।

জনবিচ্ছিন্ন দপ্তর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছুই যেন উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে দপ্তরটির যোগাযোগ এখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। সাংবাদিকরা রসিকতা করে জনসংযোগ দপ্তরটির নামকরণ করেছেন 'জনবিচ্ছিন্ন দপ্তর'। সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা, দফায় দফায় সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় মহকুমার বিস্তৃত জনপদ যখন ভাসছে, গ্রাম-গঞ্জের অবস্থা বিপর্যস্ত ঠিক তখনও এই দপ্তরটি জানতেন না বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ। সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহে জলকাদা ভেঙে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন আপন প্রচেষ্টায় সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের প্রচণ্ড রকম অসহযোগিতা সত্ত্বেও। তাঁরা বানভাসি শত-সহস্র মানুষের মাঝে কোথাও জনসংযোগ রক্ষাকারী নয়া আমলার সন্ধান পাননি। পূর্বে এ ধরনের ঘটনার নজীর বিরল।

শেষ ঘটনার রঙ্গমঞ্চ সাগরদীঘির একটি গ্রাম। সেখানে গত সপ্তাহে অপারেশন বর্গার এক বিরাট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সরকারী পর্যায়ে। রাজ্যের ও জেলার প্রায় ডজন খানেক বড়দরের সরকারী আমলা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় তথা দপ্তরও তাঁদের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির ছিলেন। শুধু অনাহূত মহকুমার সাংবাদিকরা। সরকারী আমলা ও মন্ত্রীদের আগমন-বার্তার খবর জানা সত্ত্বেও তা গোপন রাখার পেছনে সরকারবিরোধী কোন চক্রান্ত জড়িত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কারসাজির অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন জঙ্গিপুরের রিলিফ ইনস-পেকটর।

সুতী থানার নুরপুর অঞ্চলের রমা-কান্তপুর গ্রামসভায় ৩০২ ও ৪৮২ নম্বর টোকেনের মালিককে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়নি বলে ব্লক অফিসে অভি-যোগ করা হয়েছে। জানা গেছে, অফিস থেকে উল্লিখিত টোকেন দুটি গ্রামের নির্বাচিত আর এস পি সদস্য সই করে নিয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের মহঃ সোহরাব ও রবীন্দ্র পণ্ডিতের নেতৃত্বে রিলিফ নিয়ে দলবাজির প্রতিবাদে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে রিলিফ ও গঙ্গা-ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে সম্প্রতি সুতী ১ ও ২ নং ব্লক অফিস ঘেরাও করা হয়।

সাগরদীঘি ব্লকের বোখারা—২নং অঞ্চলের জনৈক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অনেক লোকের নামে জি আর-এর গম নিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখেন বলে সংবাদদাতা জানিয়েছেন। প্রকাশ গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে ওই সদস্যের বাড়ী থেকে কিছু গম উদ্ধার করেছেন।

জেলে-নিরাপত্তা বাহিনীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। জোয়ানরা ভিতরে মাথা বাঁচানোর তাগিদে। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে অপর জোয়ানসহ ওদের নেতা। নীরব দর্শক। শেষে ডাঙ্গার সাথী জোয়ানরা পালটা লোষ্ট্রতন্ত্রের সাহায্যে তাদের আটক সাথীদের উদ্ধার করে বিকেল-বেলা নৌযানের সাহায্যে। অথচ পুলিশ বলছে, কিছুই হয়নি, সব গুজব।

বর্ত্তমানে লঞ্চ টহলরত। ডাঙ্গার জোয়ান প্রহরারত। ব্যারেজের পায়ার গোড়ায় গোড়ায় জেলেরা মৎস্য শিকারে রত। চমৎকার সহাবস্থান।

পুরসভার দুরবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাচ্ছেন। বিধান সরণীর কাছে ছোট পাথর ফেলে ড্রেন বন্ধ করার ফলে নোংরা জল রাস্তায় উঠছে এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। পুরসভার অধিকাংশ জায়গায় এভাবে অস্বাস্থ্য-কর পরিবেশ গড়ে ওঠায় মশার উপদ্রব বেড়েছে এবং নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। তাঁরা অবিলম্বে শহর পরিচ্ছন্নের দাবি জানাচ্ছেন।

ভীড়ের চাপে শিশুর মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর—আজ বহরমপুর—মুরারই ভায়া রঘুনাথগঞ্জ রুটের 'জয়মা' বাসে প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে একটি শিশুর মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়। গঙ্গাস্নান করার উদ্দেশ্যে শিশুটিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। পথে ভীড়ের চাপে শিশুটির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে এবং মারা যায়।

পরীক্ষায় ছাত্রের সাফল্য

জঙ্গিপুর মহকুমার বহড়া গ্রামের পার্বতীচরণ সরকারের পুত্র প্রত্যুষ সরকার এবার ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিভিল সারভিস (একজিকিউটিভ) পরীক্ষায় 'এ' গ্রুপে পাস করে কৃতিত্বে পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে ছিনতাই বেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বৃহস্পতি-বার সাগরদীঘি থানার চন্দনবাটী গ্রামের কাছে পাকা সড়কের ওপর দু'জন ছিনতাইকারী দু'জন খড় বিক্রেতার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ছিনতাই করে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহবশতঃ একজনকে আটক করেছে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার নবকান্তপুর—সেকেন্দ্রা সড়কে রবিবার রাত্রে দু'জন পথচারীর দুটি সাইকেল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ছিনতাইয়ের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটি

২২ নভেম্বর সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটি গঠিত হয়েছে। মহঃ বদরুল হক সভাপতি এবং অনুজ চ্যাটার্জি, ফারাহিম সেখ ও আঃ সালাম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ফরাক্কা ব্লক যুব কংগ্রেস (ই) সংগঠনের কর্মকর্তারূপে জ্যোতির্ময় দাস সভাপতি এবং রাজকুমার ঘোষ, খুরসেদ আলি খান, মোঃ এরফান আলি ও সেখ হজরৎ আলি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।